কালের কণ্ঠ

তারিখ 30 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

ছাত্রলীগ মুখোমুখি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি) শাখা ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে দুই পক্ষই অনড় অবস্থানে রয়েছে। এর ফলে ফের সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, কুবি ছাত্রলীগের নতুন কমিটি ঘোষণার পর থেকেই ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধ দেখা দেয়। একটি পক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সভাপতি নাজমুল হাসান আলিফ, অন্য পক্ষের নেতৃত্বে আছেন সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত নেতা ইলিয়াস হোসেন সবুজ।

সাধারণ সম্পাদক রেজা-ই-এলাহী প্রথমে ইলিয়াসকে সমর্থন দিলেও পরে সভাপতির সঙ্গে একজোট হয়ে রাজনীতি শুরু করেন। এতে ছাত্রলীগের মধ্যে দুটি ধারা দৃশ্যমান হয়। পক্ষ দুটি ক্যাম্পাসের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে একাধিকবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সর্বশেষ আগস্টের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মোমবাতি প্রজ্বলন শেষে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে কাজী নজরুল ইসলাম হল শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী খালিদ সাইফুল্লাহ মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এ সময় আহত হয় কমপক্ষে ১৫ জন। এ ঘটনায় দুই মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। দুই মাস পর ক্যাম্পাস খুলে দিলে আবার আধিপত্যের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে দুই পক্ষ।

অনুসন্ধানে জানা যায়, সাইফুল্লাহর হত্যার জন্য এক পক্ষ অন্য পক্ষকে দায়ী করায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। সম্প্রতি সাইফুল্লাহ হত্যার ঘটনায় সাধারণ সম্পাদক রেজা-ই-এলাহীসহ সভাপতি-সম্পাদক পক্ষের চার নেতার নামে নতুন করে মামলা হয়। এ ছাড়াও এক ছাত্রীকে শ্লীলতহানির হুমকি দেওয়ার অভিযোগে আটক হয়েছেন ইলিয়াস সমর্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক মাসুদ আলম। থানায় অভিযোগ করা হয়েছে একই পক্ষের জসিম উদ্দীনের বিরুদ্ধেও। এগুলো মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা বলে আখ্যা দিচ্ছে পক্ষটি। অন্যদিকে খালিদ সাইফুল্লাহকে নিজেদের কর্মী দাবি করে তাঁর হত্যার বিচার দাবি করছে ইলিয়াস পক্ষ।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

এ দিকে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মুখোমুখি অবস্থানের কারণে প্রভাব পড়েছে ক্যাম্পাসেও। একাডেমিক সময়ের পরে কোনো শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে থাকছে না। সাধারণ শিক্ষার্থীদের ধারণা যেকোনো সময় বড় ধরনের সংঘর্ষ হতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ আইনুল হক বলেন, 'ফের যেন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে জন্য আমরা উভয় পক্ষের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। হল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সব সময় সচেতন রয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকে আমরা সব সময় আপডেট দিচ্ছি। এ ছাড়া ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদকে অনুরোধ করছি উভয় পক্ষকে সতর্ক করার জন্য, যেন ফের তাঁরা শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয় এমন ঘটনা না ঘটাতে পারে। প্রক্টরিয়াল বডি ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা রক্ষায় সব কিছু করছে।'